মুখবন্ধ

১৯০৩ সালে জর্জ গ্রীয়রসন তাঁর 'Linguistic Survey of India' গ্রন্থের Vol. V, Part-II -তে বাংলা ও অসমীয়া ভাষা নিয়ে আলোচনা করেন। তার আগে বাংলা ভাষা নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল, সেইসব আলোচনার সঙ্গে গ্রীয়রসনের আলোচনার মূল পার্থক্য হচ্ছে - গ্রীয়রসনই সর্বপ্রথম বাংলার চলিত যৌথিক (Standard Colloquial Bengali) রূপটির পাশাপাশি উপভাষাগুলির বা আঞ্চলিক বাংলা ভাষার রূপ নিয়ে এবং প্রত্যেক আঞ্চলিক রূপের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলিও প্রসঙ্গত আলোচনা করেন। গ্রীয়রসনের পক্ষে যে এমন কাজ সম্ভব হয়েছিল তার কারণ এই যে তিনি ঐসব আঞ্চলিক বা উপভাষার সমীক্ষার ওপর নির্ভর করেছিলেন। বলা বাহুল্য, যে আঞ্চলিক ভাষা কোনো-না-কোনো ভাবে কথ্য ভাষা। গ্রীয়রসন সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন, যে কোন মুখ্য ভাষায় একদিকে যেমন থাকে চলিত কথ্যভাষা, তেমনি তার পাশাপাশি বিদ্যমান থাকে আঞ্চলিক কথ্যভাষাগুলিও। যদিচ আমরা সাধারণত একটি ভাষাকে চিহ্নিত করি তার Standard বা চলিত (সর্বজনগ্রাহ্য ও সর্বজনবোধ্য যৌথিক ভাষা) ভাষাকে সামনে রেখে, কিন্তু একথাও সত্য যে, ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আঞ্চলিক কথ্যভাষাগুলিও সমভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে বড় কথা, শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় যে একটি ভাষা-সম্প্রদায় তার নিজের আঞ্চলিক ভাষার বদলে চলিত যৌথিক ভাষাকে গ্রহণ করেছে এবং তাতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। ফলত, এইভাবে অনেক কথ্যভাষাই শেষ পর্যন্ত অবলুপ্ত হয়ে গেছে। অন্তত, চলিত যৌথিক ভাষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষাগুলি যে বহুল পরিমাণে কোণঠাসা হয়ে পড়ে, তা বোধ হয় অস্বীকার করা চলে না।

মূলত, এই কারণেই আজ প্রত্যেক জেলা তথা অঞ্চলের কথ্যভাষাগুলির ভাষাবিজ্ঞান-ভিত্তিক আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। এবং একথা স্মরণ করেই আমি

বর্তমান গবেষনায় ব্রতী হয়েছি। বলে রাখা ভালো, প্রধানত ক্ষেত্র-সমীক্ষার মাধ্যমে গৃহীত উপাদান-সংগ্রহের ওপর ভিত্তি করেই এই গবেষণা-প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই গবেষণা-প্রকল্প অধ্যাপক প্রণয় কুমার কুণ্ডুর নির্দেশত্বে সাধিত হয়েছে, তিনিই আমার এই গবেষণার নির্দেশক। অলমিতি।

মে, ১৯৯৩
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়,
রাজারামমোহনপুর।

সুধীর কুমার বিষ্ণু
(সুধীর কুমার বিষ্ণু)